০৭-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- চলতে ফিরতে বিচার সাগর মন্থন করো, এই জ্ঞান মন্থনই হলো বুদ্ধির ভোজন, বিচার করে সেবার নতুন নতুন উপায় বের করো"

প্রশ্ন :- জ্ঞান অমৃত ধারণ করার বা করাবার শক্তি কোন্ বাচ্চাদের হয় ?

উত্তর :- যারা বাবার আপন হওয়ার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে । বাবা বলেন - বাচ্চারা, মনে রেখো যদি এই কথা শুনেও পবিত্র না হও তাহলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে । এক কানে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাবে । বাবার যদি হয়ে থাকো তাহলে আবর্জনার দুর্গন্ধ দূর করে দাও । উল্টো কাজ যদি করো তাহলে গলা আটকে যাবে, জ্ঞান আর শোনাতে পারবে না, তাই সাবধান ।

গীত :- তুমি রাত্রি নষ্ট করেছ ঘুমিয়ে, দিন নষ্ট করেছ খেয়ে,
হীরে জন্ম ছিল অমূল্য, কড়িতে যে বদলে যায় .....

ওম্ শান্তি । এখন বাবা বসে বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন ---বাচ্চারা, তোমরা বেহদের বাবাকে খুব ভালোভাবে জেনেছো কি ? জিজ্ঞেস করতে হয়, না হলে এ জিজ্ঞেস করার কোনো বিধি নয় । সবাই জানে যে তিনি আমাদের মাতা - পিতা । মাতা - পিতাকে পেলেই তোমরা হয়ে গেলে আস্তিক । মাতা - পিতা, যাঁর থেকে অপার সুখ পাওয়া যায় । সত্যযুগে তো থাকেই প্রালব্ধ । সেখানে তো আস্তিক বা নাস্তিকের কোনো প্রশ্নই ওঠে না । আস্তিক - নাস্তিক, জানা বা না জানা এই এই সঙ্গমেই হয় । বাচ্চারা এখন জানে যে ---- কাল যারা নাস্তিক ছিলো, বাবা আর বাবার রচনাকে জানতো না, তারাই এখন আস্তিক হয়েছে । বাবাকে আর নিজেদের ৮৪ জন্মকে জেনে গিয়েছে । কাল তারা জানতো না কিন্তু আজ জানে । কাল আর আজ -- এই কথা তো বলা হয়, তাই না । আজ পুরানো দুনিয়া, কাল আবার নতুন দুনিয়া হবে । আজ রাত আছে, কাল আবার দিন হবে । বাস্তবে ভারতবাসীদের তো বাবাকে জানা উচিত । ভারতেই আছে সোমনাথের মন্দির । শিব জয়ন্তীও পালন করা হয় কিন্তু এই কথা কেউ জানে না যে শিববাবা কখন এসেছিলেন । সোমনাথ যে নাম রাখা হয়েছে তিনি কবে এসে জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছিলেন ? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বাবার দ্বারা আস্তিক হয়েছি । বাবা বসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন । এই বানানো ড্রামার নিয়ম অনুসারে বাবার পরিচয় এই সঙ্গমেই পাই । বাচ্চারা জানে যে, আজ হলো নরক, কাল স্বর্গ হবে । কাল অর্থাৎ আমাদের পরের জন্ম যা সত্যযুগে হবে । আমরা এখন পুরুষার্থ করছি । আজ মৃত্যুলোক, কাল অমরলোক হবে । দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । কলিযুগ থেকে সত্যযুগে পরিণত হচ্ছে । এ তো বাবাই বানাবেন । বাবা হলেন পতিত - পাবন । দুনিয়ার মানুষ সঙ্গমের কথা কেউই জানে না । এখন তোমরা কত আলোয় এসেছো । তোমরা এখন ভক্তি মার্গ ছেড়ে দিয়েছো । আজ ভক্তি আছে, কাল আর থাকবে না । এমন নয় যে আজ ভক্তি আছে, কাল আবার জ্ঞান আসবে । তা নয়, ভক্তি তো অর্ধেক কল্প ধরে চলে । জ্ঞান একবারই পাওয়া যায় আর তাতে সদ্গতি হয়ে যায় । বাবা একবারই এসে সকলের সদ্গতি করেন, তাই গায়ন আছে -- পতিত - পাবন, সদ্গতি দাতা । তাঁর জন্মও এই ভারতেই হয় । কিন্তু ভারতবাসী জানেই না যে এ হলো নিরাকার শিববাবার মন্দির । তারা বলে জ্যোতির মন্দির । ব্রহ্মসামাজীরা জ্যোতি জ্বালায় । তারা মনে করে যে পরমপিতা পরমাত্মা

হলেন জ্যোতি স্বরূপ । এখানে অনেক প্রকারের মত আছে । যারা যে বিষয় সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেয় তা মেনেই মানুষ অনুসরণ করতে থাকে । এখন তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জেনে গেছো । তোমাদের রচয়িতা আর রচনার আদি – মধ্য আর অন্তের রহস্য বুঝে তারপর অন্যদেরও তা বোঝাতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সত্য, তিনি চৈতন্য এবং জ্ঞানের সাগরও । প্রত্যেক অভিনেতার মহিমা আলাদা আলাদা হয় । পরমাত্মা সর্বব্যাপী বললে আলাদা আলাদা মহিমা হয় না । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে আলাদা আলাদা পার্ট ভরা আছে । পরমপিতা পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁর পার্ট তো সবার ভিতরেই বাজতে থাকবে । এ তো ঘোর অন্ধকার । এমন সময়ই বাবা এসে বোঝান ।

বাচ্চারা জানে যে উঁচুর থেকে উঁচু পার্ট হলো পরমাত্মার । ওই একজনকেই সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে । ভক্ত হলো সকলেই পতিত । পতিত কাকে বলা হয় --- এ কথা মানুষ জানে না । সন্ন্যাসীরা মনে করে যে, এই বিকারের জন্যই আমরা নরকবাসী হয়েছি তাই গৃহত্যাগ করলে আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো । বাবা বোঝান যে এ হলো কলিযুগ । সবাই বিষয় সাগরে ধাক্কা খাচ্ছে এইজন্য একে বেশ্যালয় বলা হয় । আমি এসেই শিবালয় বানাই । সত্যযুগে ছিলো এক ধর্ম, সেই দেবী – দেবতারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে নিজেদের আর দেবী – দেবতা বলতে পারে না । যাঁরা পূজ্য দেবী – দেবতা ছিলেন, তারাই নামতে নামতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণে এসে এখন পতিত পূজারী হয়েছে । ভারত সবথেকে বেশী পবিত্র ছিলো যা এখন পতিত হয়ে গেছে । সন্ন্যাসীদেরও সম্পূর্ণ পবিত্র বলা যাবে না কারণ তারা এই পতিত দুনিয়াতে আছে । ঘরবাড়ী ছেড়ে কেউই সত্যযুগে যেতে পারবে না । তোমাদের তো এই দুনিয়াকে ভুলে সত্যযুগে যেতে হবে । স্বর্গে যাওয়ার জন্য তোমরা হুবহু আগের কল্পের মতো পুরুষার্থ করছো । ভারতই পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে আবার তারা পূজ্য হবে । যারা বাবার হারানিধি বাচ্চা হবে তারাই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে । যারা দেবী – দেবতা ধর্মের হবে না, তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে না । ভারতবাসীই ৮৪ জন্ম নেয় । আর কোনো ধর্মের মানুষ ৮৪ জন্ম নিতে পারে না । তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে, সবাই একসাথে আসতে পারবে না । বাচ্চাদের চক্রের রহস্যও বলা হয়েছে । ঝাড় কিভাবে তৈরী হয় । আত্মাদেরও ঝাড় হয় । তাদের রুহানী বলা হবে । বাচ্চারা জানে যে, আমরা ব্রহ্মাণ্ডে থাকি । প্রথম নম্বরে শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা – বিষ্ণু – শঙ্কর, তারপর লক্ষ্মী – নারায়ণ এবং তাদের বংশ । নম্বর অনুসারেই তো এইসব হয়,তাই না । এইসময় তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ঝাড়ের রহস্য জানা আছে । সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না যে, কে কে আসবে বা কি কি হবে । আবার ওখানে সবাই অজ্ঞান, এ কথাও বলা হবে না । সেখানে থাকবে প্রালব্ধ যা তোমরা এই জ্ঞানের থেকে পাও । এখন হলো উত্তরণ কলা এর পরে হবে অবতরণ কলা । ১২৫০ বছরে দুই কলা কম হয়ে যায় । অল্প অল্প করে নামতে থাকে । তোমরা এখন সব হিসেব বের করতে পারো । প্রথমে হলো ভিত তারপর ফাউন্ডেশন তৈরী হয় । এখন তোমরা বীজ আর ঝাড়কে খুব ভালোভাবে জেনে গেছো । এখন তোমরা বাবার দ্বারা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে গেছো । বাবা বুঝিয়েছেন, বাবা হলো সন্তানের কাছে দৃষ্টান্ত । টিচার হলো স্টুডেন্টের কাছে দৃষ্টান্ত । প্রথমে গুরু তারপর তিনি অনুসরণকারীদের দৃষ্টান্ত । আবার এই ফলোয়াররা আবার গুরুকে শো করায় । এখানে তো এই তিনই এক বাবা । তিনি হলেন রচয়িতা । অবশ্যই তিনি নতুন দুনিয়ার রচনা করবেন । স্বর্গে লক্ষ্মী – নারায়ণ রাজত্ব করতেন । তাঁরা এই আশীর্বাদী বার্সা কোথা থেকে নিয়েছিলেন ? কে এমন কর্ম করা শিখিয়েছিলেন যাতে তাঁরা এত উঁচু পদ পেয়েছিলেন ? এখন বাবা বলেন -- তোমাদের আমি এমন কর্ম শেখাই যাতে তোমরাও তেমন দেবী – দেবতা হবে । স্বর্গে তোমরা খুবই অবস্থাপন্ন

ছিলে । বাবার থেকেই তোমরা আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছিলে । তাহলে অবশ্যই বাবা এসেই এই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন । বাবা বলেন – বাচ্চারা, চলতে ফিরতে এমন বিচার সাগর মন্থন করো । এ হলো বুদ্ধির জন্য খাবার । বাবার মনে হয় এই গোলা খুব বড় বড় বানানো উচিত । চক্র দেখিয়ে কাউকে বোঝালেও খুব ভালো হবে । এখন বিচার করা উচিত -- মানুষকে কিভাবে বোঝানো যায় ? তাদের বোঝাতে হবে – এই হলো সঙ্গম, দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । এখানে অনেক ধর্ম, ওখানে থাকে এক ধর্ম যা বাবা স্থাপন করেছিলেন । ভারতের প্রাচীন যোগ খুবই বিখ্যাত । তোমরা জানো যে আমরা আবার ভগবানের কাছে রাজযোগ শিখছি । ভগবানই আমাদের বেহদের হিস্ট্রি – জিওগ্রাফী বলবেন । মানুষ মানুষকে এই কথা বলতে পারে না । এই বাবা বলেন আমিও কিছুই জানতাম না । বাবা নিজের মহিমা করেন না যে, এমন ছিলো, তেমন ছিলো । বাবা বলেন এখন তোমরা এই ভক্তির কর্মকান্ড করো না । এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । রাতের পরে আবার দিন আসবে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা সঙ্গম যুগে আছো । এই সঙ্গম যুগেই জ্ঞান পাওয়া যায় । বাবা কিভাবে প্রথমে সূক্ষ্ম বতনের রচনা করেন তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা করেন । এরই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় । এনাদের আদি দেব – আদি দেবী বলা হয় । অ্যাডাম আর ইভও বলা হয় । এখন এনারা হলেন মাতা – পিতা, কিভাবে তাঁরা সৃষ্টির রচনা করবেন, অ্যাডামকে আদি দেব ব্রহ্মা বলা হয় । তিনি কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নন । মানুষ বুঝতেই পারে না যে পরমপিতা পরমাত্মা অ্যাডামের দ্বারাই এই সৃষ্টি করিয়েছিলেন । নিশ্চই ভগবানই এই স্বর্গের রচয়িতা । তিনি হলেন নিরাকার বাবা । আমরা আত্মারাও নিরাকার । আমরা এই শরীর ধারণ করে পুনর্জন্মে আসি অভিনয় করতে । নিরাকার বাবাকে মানুষ ভক্তিতে স্মরণ করে, তিনি পরমধামেই থাকেন । তিনিই হলেন পতিত – পাবন । তিনি এই পতিত দুনিয়াতে এসে বাচ্চাদের পড়িয়ে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যান, এই কারণেই তিনি বাবা এবং টিচারও । তিনি আমাদের বেহদের হিস্ট্রি – জিওগ্রাফী পড়ান । এখন তোমরা মাস্টার নলেজফুল হচ্ছো । বাবা এখন বলেন – বাচ্চারা, স্মরণে রেখো, এখন তোমরা যদি পবিত্র না থাকো তাহলে যতই শোনো না কেন, এক কান দিয়ে শুনবে, অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাবে । প্রথমে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো, নাহলে পাপের বোঝা কাটবে না । পবিত্র না হলে আরো জোরে নীচে পড়ে যাবে । বাবা বলেন -- মনে রেখো, এখন যদি পবিত্র না হও তাহলে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে । অজ্ঞান কালে এমন সাজা ভোগ করতে হয় না কিন্তু আমার কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করে তারপর পবিত্র যদি না হও আর লুকিয়ে ইন্দ্রসভায় যদি আসতে থাকো তাহলে অনেক দণ্ড ভোগ করতে হবে আর পাথর তুল্য বুদ্ধির হয়ে যাবে । তখন সাধারণ প্রজার মধ্যে চলে যাবে । পদও তো নম্বর অনুসারেই হয় , তাই না । উঁচুর থেকে উঁচু পদও যেমন হয় তেমনি নীচুর থেকে নীচু পদও হয় । এখানে তো সকলেরই দুঃখ । আচমকা কোনো মৃত্যুও এসে যায় । বাস্তবে সম্পূর্ণ আয়ুতেই কালের আসার প্রয়োজন । বরাবর এই ভারতেই নিয়ম মতো আয়ু সম্পূর্ণ হতো । বৃদ্ধ হওয়ার পর সাক্ষাৎকার হতো যে, এবার আবার বাচ্চা হবো । এখানে তোমরা জানো যে শরীর ত্যাগ করে আমরা বাবার কাছে যাবো । এই পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে । প্রতি মুহূর্তেই তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা, ব্যস, আমরা এলাম বলে । যোগবলের দ্বারাই আত্মাকে পবিত্র বানানো হয় । এরজন্য একটাই উপায় আছে ----- বাবার সঙ্গে যোগ লাগানো । তাহলেই তোমরা সতোপ্রধান পবিত্র হয়ে যাবে । যোগযুক্ত হতে হতে অন্তিমে যোগসিদ্ধ হতে হবে ।

বাবা বলেন যে, এ হলো আমার শরীর । ল্যান্ড লেডী বলো বা ল্যান্ড লর্ড -- এ হলো বড় বিচিত্র । কিভাবে শিববাবা আসেন, তিনি বলেন - ইনি ল্যান্ড লেডীও আবার সঙ্গে প্রজাপিতাও । আমি নিরাকারের তো অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন । প্রত্যেকেরই নিজের নিজের রথ বা শরীর আছে । আমি কিভাবে রথী হবো । আমাকে তো এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয় । কৃষ্ণ তো পবিত্র ছিলেন । ড্রামাতে এই রথ নির্ধারিত । আমি এই ভারতেই আসি । এমন নয় যে এক কল্প ভারতে আবার আর এক কল্পে জার্মানীতে আসবো । বাবা বোঝান যে তোমরা তো কর্মযোগী । কর্ম তো করতেই হবে । আগেকার দিনে পুরুষ রোজগার করতো আর মায়েরা ঘর সামলাতো । মায়েরা এত পড়াশোনা করতো না । এখন তো এই পড়া শুরু হয়েছে । মায়েরাও এখন কাজ কারবার করে । এখন বাচ্চারা তোমাদের অবিনাশী কামাই করতে হবে । প্রত্যেককেই বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী বার্সা নিতে হবে । যারা করবে তারাই নিজেদের পদ পাবে । এই পড়ার পদপ্রাপ্তি ২১ জন্ম ধরে চলে । এই পড়া বাবা ছাড়া কেউই পড়াতে পারে না । পতিত পাবনই হলেন গড ফাদার । তিনিই রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করেন । এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি । এই কথাও যদি স্মরণে থাকে তাহলে তোমরা প্রফুল্ল থাকবে । বাবা নিজের অনুভব বলেন যে - স্মরণে রাখার চেষ্টা করে তবুও বারে বারে ভুলে যায় তাই বাবা বলেন, রাত জেগে অভ্যাস করো তখনই অবস্থার স্থিতি আসবে, এই কারণেই বলা হয় --- হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, তোমরা কামাই করো । হাত, পা বা মুখের দ্বারা কিছু করো না বা বলোও না । আগে তো তোমরা মালা ঘোরাতে, রাম - রাম জপ করতে । এই মালার রহস্য তোমরা এখন জানো । বিজয় মালা আর রুদ্রের মালা । এখন তোমরা সকলেই হলে পুরুষার্থী । একে মালা বলা হবে না । রাত জাগলে তোমাদের অনেক আনন্দ আসবে । রাতে ৯ টার থেকে ১২ টার সময় খারাপ । রাত ২ টোর থেকে অমৃতবেলা । এইসময় তোমাদের সমস্ত আবর্জনা দূর করে দাও । এত শুনেও যদি পবিত্র হতে না পারো তো বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কাউকেই আর এই জ্ঞান শোনাতে পারবে না । যেমন বৃন্দাবনে কিছু রাসলীলা দেখানো হয়েছে । এ হলো জ্ঞান নৃত্যের কথা । এখান থেকে শুনে বা দেখে বাইরে গিয়ে যদি উল্টাপাল্টা বলো, গলা বন্ধ হয়ে যাবে এই কারণে সাবধান থাকতে হবে । অবশ্যই পবিত্র হতে হবে তাহলেই যোগযুক্ত হতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মযোগী হয়ে থাকতে হবে । কর্ম করাকালীন বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) নিজের প্রতিটি চলনে বাবা, টিচার এবং সদ্গুরুর নিদর্শন দেখাতে হবে । "আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি" -- এই স্মৃতিতে সদা প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

বরদান :- কর্মযোগী হয়ে প্রতি কার্য কুশলতা আর সফলতার সঙ্গে করে চিন্তামুক্ত হও

কোনো কোনো বাচ্চার রোজগারের বা পরিবারের প্রতিপালনের চিন্তা থাকে কিন্তু যারা চিন্তা করে তারা উপার্জনে সফল হতে পারে না । চিন্তা ত্যাগ করে কর্মযোগী হয়ে যদি কর্ম করো তাহলে যেখানে যোগ থাকে সেখানে যে কোনো কার্য কুশলতা আর সফলতাপূর্বক সম্পন্ন হবে । যদি চিন্তার সঙ্গে কোনো উপার্জন হয় সেও চিন্তারই জন্ম দেবে, আর যোগযুক্ত হয়ে খুশীর সঙ্গে উপার্জিত অর্থ খুশী প্রদান করবে কেননা বীজ যেমন হবে ফলও ঠিক তেমনই হবে ।

স্লোগান :- সর্বদা গুণ রূপী মোতি গ্রহণকারী হোলী হংস হও, কাঁকর বা পাথর গ্রহণকারী নয় ।